সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে কোলাঘাটে ফুলের বাজার চড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেচেদা: বাঙালির বারোমাসে তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম পার্বণ সরস্বতী পুজো। প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ক্লাব এই পুজোর আয়োজন করায় বাজারে পুজোর সামগ্রীর চাহিদা অন্যান্য পুজোগুলি থেকে একটু বেশি থাকে। আর সেই সামগ্রী ছাড়া পুজো অসম্ভব সেই ফুলের মূল্য বর্তমানে অগ্নিস্ম। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্যতম বৃহত্তম ফুল বাজার কোলাঘাট ব্লকের কোলাঘাটে ও দেউলিতে অবস্থিত। বিভিন্ন ধরণের ফুলের পসরা সাজিয়ে হাজার হাজার ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীরা হাজির হয় এই বাজারগুলিতে। যেখানে ১০-১৫ দিন আগে ব্যবসায়ীরা ফুলের মূল্য না পেয়ে রাস্তার ধারে রূপনারায়ণের পাড়ে ফুল ফেলে দিয়ে চলে যেতে সেই ফুল সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ দামে বিকোচ্ছে। এতে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীদের মুখে হাসির রেখা ফুটলেও হিমশিম খেতে হচ্ছে পুজো উদ্যোক্তাদের। সরস্বতী পুজোকে ঘিরে কোলাঘাট ও দেউলিয়া বাজারে ফুলের দাম উর্ধ্বমুখি। স্থানীয় বাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে লাল গাঁদা ব্যারো প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা দরে। বাসন্তি গাঁদা ব্যুরো প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা দরে। রক্তগাঁদা ব্যুরো প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা দরে। অথচ ১০ থেকে ১৫ দিন পূর্বে এই ফুলেরই দামছিল মাত্র ৫ থেকে ১০ টাকা কেজি। খুচরো ফুলের মত এককুড়ি গাঁদা বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২০০ টাকা দরে। গাঁদার মতোই চেরি ঝুরো বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকা কেজি দরে এবং এককুড়ি চেরি বিক্রি হচ্ছে ১৫০ টাকা দরে। সরস্বতী পুজোর জন্য বাজারে গোলাপের মূল্যও আকাশ ছোঁয়া। যে গোলাপফুল ১০ থেকে ১৫ দিন পূর্বে বিক্রি হচ্ছিল ১টাকা পিসদরে। সেই গোলাপের বর্তমান মূল্য ৩ টাকা পিস। ফুলের মতই পুজোর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন পঞ্চপল্লব, কলাগাছ প্রতিটির দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি। স্কুলের সরস্বতী পুজোর জন্য ফুল কিনতে এসে ফুলের বাজারমূল্য আকাশছোঁয়া হওয়ায় প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা ফুল কম কিনতে বাধ্য হয়ে পাঁশকুড়ার কামিনাকে হাইস্কুলের শিক্ষক কালিপদ রায়। তিনি বলেন, ১০-১৫ দিন আগে কোলাঘাট থেকে এককুড়ি গাঁদা কিনেছিলাম ১০০-১২০ টাকা করে। সেই একই গাঁদা বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ১৫০-২০০ টাকা। তাই বাধ্য হয়ে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা ফুল কম কিনেছি। ক্রেতাদের মুখে হাসি উধাও হলেও ফুলের বর্তমান বাজারমূল্যে খুশি ফুল বিক্রেতারা। তাদের দাবি, কিছুদিন আদে বস্তা বস্তা ফুল এসে মূল্য না পেয়ে ফেলে দিতে হয়েছে। কোলাঘাটের পরমানন্দপুর গ্রামের ফুলচাষি গৌরিশঙ্কর ঘাঁটা বলেন, সরস্বতী পুজো ও বিয়ের লালসা দুটই একসঙ্গে থাকায় অন্যান্য দিনের তুলনায় আমরা ফুলের দাম কিছুটা বেশি পাচ্ছি। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ নায়েক বলেন, কিছুদিন আগে বাজারে ফুলের আমদানির তুলনায় চাহিদা কম থাকায় চাষিদের ফুল রাস্তায় ঢেলে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে বাজারে চাহিদা একটু বেশি থাকায় লাভের মুখ দেখছে ফুলচাষি ও ব্যবসায়ীরা।

মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তির পদতলে অস্থায়ী ফুলের বাজার।

উৎসবের দিন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বৈঠক ময়না থানার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না: রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো। উৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে এলাকায় কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য বৈছক করল ময়না থানা। বৈঠকে পৌরহিত্য করেন ময়না থানার ওসি মহম্মদ মহিউল ইসলাম। জানা গেছে, বৈঠকে ময়না এলাকার সমস্ত সার্বজনীন পূজা কমিটির কর্মকর্তা হাজির ছিলেন। থানার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সরকারি নিয়ম মেনে মাইক বাজানো কিংবা শব্দ বাজি ফাটানো না হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোনও পূজা অনুষ্ঠানে সেলিব্রিটিদের আনার উদ্যোগ নেওয়া হলে নিরাপত্তার কারণে সেই খবর আগাম থানাকে জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠকে।

চন্দ্রকোনা রোডে কুবাই ব্রিজে নিত্য যানজট, ভোগান্তি সাধারণ মানুষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা রোড: খড়্গাপুর থেকে দুর্গাপুর ও রানিগঞ্জ যাওয়ার এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সড়কপথে উত্তর ভারতের যোগাযোগের প্রধান রাস্তা চার নম্বর জাতীয় সড়ক। এই সড়ক পথে চন্দ্রকোনা রোডে কুবাই ব্রিজে নিত্য যানজট লেগেই থাকে। রেলগেট পড়ে তার কাটতে না কাটতে কুবাই ব্রিজের জট। কেন এই যানজট? এই রাস্তাটি ডবলওয়ে হলেও ব্রিজটি সিঙ্গেলওয়ে রয়ে গেছে। সেই ব্রিটিশ আমলের তৈরি। এই রাস্তাটি দিয়ে যেমন অ্যাম্বুল্যান্স, স্কুল বাস, পণ্য পরিবহন যেমন হয় তেমন যাত্রিবাহী বাস ও প্রাইভেট গাড়ি যাতায়াত করে।

নিত্য যানজট পেয়েই থাকে। দিনে রাতে এই রাস্তায় সর্বত্র যানজট। পুলিশও হিমশিম খেয়ে যায় রাস্তায় যানজট কাটাতে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্তা বলেন, এই রাস্তার পাশে নতুন ব্রিজ হবে এবং আমরা চেষ্টা করছি ফ্লাইওভার করে কুবাই নদী ও রেললাইন দুটোকেই নিচে রেখে উপর দিয়ে রাস্তা করব। কিন্তু কতদিন লাগবে তা আমাদের জানা নেই। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, বিষয়টি আমরা এন এইচ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। ওরা নতুন রাস্তার কাজ খুব শিগগিরি শুরু করবে।

চিন্তিত নয় শাসক তৃণমূল, একক প্রার্থী দেবে চুনিবালা

পঞ্চায়েতে মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে ময়দানে বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জঙ্গলমহলে মূল প্রতিপক্ষ হিসেবে ময়দানে নামছে বিজেপিই। প্রদেশ কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড চুনিবালা গোষ্ঠী আপাতত পৃথকভাবে ভোট যুদ্ধে সামিল শাকবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে যেখানে শাসক তৃণমূলের সর্বত্রই জয়জয়কার সেখানে বিরোধী শিবির কতটা জায়গা করতে পারে, রাজনৈতিক মহলে এখন চর্চার বিষয় সেটাই। মাঝখানে বামেদের ভূমিকা কী হবে তা পরিষ্কার নয়। প্রস্তাবিত ঝাড়গ্রাম জেলার রাজনৈতিক লড়াইয়ের অতীতটা ছিল বাম বিরোধীতায় ঝাড়খণ্ডি দলগুলির অন্যতম ভূমিকা।

দীর্ঘদিন তারা বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়। মাওবাদীরা বাম বিরোধীতাকে সামনে রেখেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। অতীতে ঝাড়খণ্ড (নরেন) গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সমঝোতা ছিল বরাবর।

গোটা রাজ্যের বাকি আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব সাইনবোর্ডে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতিকালে, ঝাড়গ্রাম এলাকায় বিজেপির একবভাবে পাঁচটি ও সম্মিলিতভাবে ৩০টি পঞ্চায়েত সদস্য হাতে রয়েছে। ঝাড়খণ্ড পার্টি চুনিবাল গোষ্ঠীর রামগড়, লালগড়-২, কাঁকো ও বিনপুর এলাকায় কয়েকটি পঞ্চায়েত দখলে রয়েছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে নিয়ে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে তৃণমূলের বিরোধীতা করেছেন ঝাড়খণ্ড পার্টির চুনিবালা হাঁসদা।

সামনের পঞ্চায়েত একক ভাবেই তিনি লড়বেন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিজেপি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এক প্রকার ময়দানে নেমেই পড়েছে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে জেলা কমিটির সভা রয়েছে তারা। এপ্রিলে সেন্ট্রাল কমিটিকে নিয়ে তারা ঝাড়গ্রামে সভা করবে মঙ্গলবার পুলিশি দুর্নীতির অভিযোগে ঝাড়গ্রাম থানা ঘেরাও কর্মসূচী ছিল বিজেপির।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের উন্নয়নকে নিজেদের উন্নয়ন বলে প্রচার করছে তৃণমূল আপাতত দলের মূল ইস্যু এটাই। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরের গ্রাম থেকে উঠে যাওয়া দিলীপ ঘোষ এখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দলের ভরসা তার উপরই নির্ভরশীল। প্রদেশ কংগ্রেস ও বামেরা তাদের সিদ্ধান্ত এখনই স্পষ্ট জানতে পারেনি।

তবে এই নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় শাসক তৃণমূল শিবির। সর্বক্ষেত্রে নীচু তলায় যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে সেই সঙ্গে জঙ্গলমহলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এতেই বিরোধী শিবির কুপকাত বলে দাবি জেলা নেতৃত্বের।

জেলা নেতৃত্ব তথা অনগ্রসর কল্যাণ মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতো বলেন, মানুষের দুর্দশার সময় কেউ পাশে দাঁড়াই নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল জঙ্গলমহলের মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী থেকেছে। যে যতই ভুল বোঝাক, কেউই শুনবে না। ঝাড়খণ্ড নেত্রী চুনিবালা হাঁসদার বক্তব্য, সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও ফারাক দেখছি না। পঞ্চায়েতে একক ভাবেই লড়ব। প্রদেশ কংগ্রেসের জেলা নেতা নিখিল মাইতির বক্তব্য, অন্যান্য দলের মতো আমাদেরও নিজস্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে, পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিজেপির ঝাড়গ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত মাহাতো বলেন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমরা ছাড়া কেউ সোচ্চার হচ্ছে না। পঞ্চায়েতে আমরা ভাল ফল করব।

১২ দিন ব্যাপী- সবারে করি আহ্বান
৯০ তম
গান্ধী স্মৃতি প্রদর্শনী-২০১৭
শুভারম্ভ - ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

ব্যবস্থাপনায় - দারুয়া জনকল্যাণ সংঘ
স্থান ঃ দারুয়া ময়দান (কাঁথি শহর)
গানের রিয়েলিটি শো-২০১৭
সর্বসাধারণ (১৪ বছর থেকে ৩০ বছর)
তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী, সময় বিকাল ৫টা (সাংস্কৃতিক মঞ্চে)
ভর্ত্তির শেষ তারিখ- ৪ ফেব্রুয়ারী, ভর্ত্তি ফি - ১০০ টাকা (ফেরতযোগ্য)
নৃত্য প্রতিযোগিতা- ২০১৭
ক'বিভাগ ঃ যে কোনো প্রাদেশিক লোকনৃত্য (১০ বছর পর্যন্ত, ৪-৬ জনের গ্রুপ)
খ'বিভাগঃ যে কোন দেশাত্মবোধক নৃত্য (১১-১৬ বছর, ৩-৬ জনের গ্রুপ)
গ'বিভাগঃ (সর্বসাধারণ) যে কোন বাংলা আধুনিক নৃত্য (একক) ১৬ বছরের উর্দ্ধে। (রুচি মার্জিত) কোলাজ চলবে।
সময়- ৬ মিনিট।
তাং- ১১ ফেব্রুয়ারী, সময়- সন্ধ্যা ৭ টা (সাংস্কৃতিক মঞ্চে)
ভর্ত্তির শেষ তারিখ - ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৭
যোগাযোগ-৭৩৮৪২২৭৯৮০
অসীমময় মাইতি, সভাপতি — হেরম্ব কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক

মণ্ডপে মডেল শহর আর পাটের প্রতিমায় নজর কাড়বে দুবদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা: মাঝে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই বিনাপাণির বন্দনায় মাতবে সারা দেশ। তাই অন্যান্যদের মত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার দুবদা বিদ্যাসাগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমির সর্বজনীন সরস্বতী পূজা আয়োজকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। বিগত ১১ বছরের মতো এবারেও তাদের পুজা আয়োজন নিয়ে এলাকাবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনা চরমে বলেও জানিয়েছেন পূজা আয়োজকেরা। দুবদা বিদ্যাসাগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমির সভাপতি সুভাশিষ প্রধান জানিয়েছেন, মণ্ডপের মাধ্যমে একটা ছোট্ট মডেল শহরকে তুলে ধরবেন তারা। পাশাপাশি প্রতিমা তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ পাট দিয়ে। এবারের প্রতিমার উচ্চতা ১০ ফুট। সুভাশিষ বাবু জানিয়েছেন, তাদের মণ্ডপ ও প্রতিমা বিগত বছরগুলির মতো এবারেও দর্শকদের নজর কাড়বে। দুবদা বিদ্যাসাগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাডেমির সম্পাদক রাজকুমার দুয়ারি জানিয়েছেন, এবার ১২ বছরে পড়লো তাদের পুজো। খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। রাজকুমার বাবু জানিয়েছেন, এই খরচের দেশির ভাগটাই আসে অ্যাকাডেমির সদস্য-সদস্যাদের চাঁদা থেকে। দুবদা বিদ্যাসাগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমির সম্পাদক জানিয়েছেন শুধু পূজা নয়, বছরের অন্যান্য দিনের মতো উৎসবের দিনগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই কর্মসূচি গুলির মধ্যে অন্যতম দুঃস্থদের শীত বস্ত্র প্রদান, গরিব মেধাবি পড়ুয়াদের পুস্তক দান, থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির প্রমুখ। আয়োজকরা জানিয়েছেন, এলাকার মানুষদের অন্নভোগ বিতরণ করা হবে। সমাজসেবার পাশাপাশি পূজাকে ঘিরে চারদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে দুবদা বিদ্যাসাগর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমি।

ময়নার রামচন্দ্রপুর রাইসুদ্দিন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

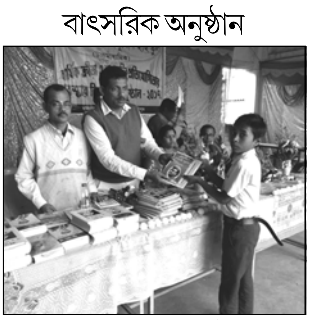

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না ব্লকের রামচন্দ্রপুর রাইসুদ্দিন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সোমবার অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শেখ সাজাহান আলি। পৌরহিত্য করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জগদীশ পাত্র। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকণ্ঠা পঞ্চায়েতের প্রধান সরস্বতী প্রধান, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অশোক পাইক প্রমুখ।

বাৎসরিক পরীশ্রার ফলাফল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল পড়ুয়াদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ-গান-আবৃত্তি পরিবেশন করে। শেষে একাঙ্ক নাটক অনুষ্ঠিত হয়।

সবারে করি আহ্বান
মিলন মেলা ও সরস্বতী পূজা
(৩১ জানুয়ারী থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)
পরিচালনায় ঃ গোপীনাথপুর নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব
গোপীনাথপুর * এগরা * পূর্ব মেদিনীপুর
অনুষ্ঠান দিনগুলিতে থাকছে

*স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির (০৩.০২.১৭)
*বিনামূল্যে চক্ষু শিবির (০৫.০২.১৭)
*মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান
*এছাড়া থাকছে
-প্রীতি (Dance Bangla Dance, Zee Bangla)
-রাধা (Zee Bangla) রূপসী বাংলা
-প্রীতম (সারেগামাপা Zee Bangla)
* জবা (কে আপন কে পর, স্টার জলসা) (০৬.০২.১৭)
দিশা, কৌশানী, অনন্যা (Dance Bangla Dance, বিন্দাসড্যান্স Zee Bangla ও রূপসী বাংলা)
০৭.০২.১৭ আতসবাজী দর্শন ও প্রতিমা নিরঞ্জন
সভাপতি সমীর কুমার দাস — সম্পাদক প্রবাল কান্তি দাস — সহ-সম্পাদক সৌরভ দাস